ইউনিট- ৪

শিক্ষা তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা

[Educational Supervision and Management]

ভূমিকা

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান উভয়ই সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ক্রিয়াকলাপে শৈথিল্যের কারণে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অরাজকতা, অব্যবস্থা ও গতিহীনতা দেখা যাচ্ছে। এই স্থবিরতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, অফিস আদালতে এমনকি জাতীয় ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রেও দারুণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু সকল প্রকার জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড– যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, সমবায়, সমাজসেবা, পূর্ত, শিল্প-বাণিজ্য, জীবন বীমা, জনসম্পদ রপ্তানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে আজ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। সে কারণে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য তত্ত্বাবধান কর্মকে আরও গতিশীল করার অপরাপর কার্যকর পন্থাকে আজকাল তত্ত্বাবধান শিক্ষা তথা সকল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সক্রিয় চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত তত্ত্বাবধান কর্মকাণ্ড সকল প্রকার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় ও দ্রুততর করার জন্য অপরিহার্য। কারণ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে সচল রাখা তথা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং সুনাম অর্জন নিশ্চিত করার জন্য একমাত্র তত্ত্বাবধানই স্বল্পব্যয়ী কার্যকর ব্যবস্থা। তাই শিক্ষা কাঠোমোর সর্বোচ্চ থেকে সর্ব নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান ও দেশের কল্যাণের স্বার্থে সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় সেবার মনোভাব নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ ও তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফলপ্রসূ তত্ত্বাবধান কার্যক্রম উদ্ভাবন ও পরিচালনা অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধান পদ্ধতি, শ্রেণিবিভাগ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান ইউনিটে তিনটি পাঠ উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠ- ৪.১: তত্ত্বাবধানের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

পাঠ- ৪.২: বহি:তত্ত্বাবধানের স্বরূপ ও পদ্ধতি

পাঠ- ৪.৩: একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ধারণা ও কলাকৌশল

পাঠ ৪.১

তত্ত্বাবধানের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- তত্ত্বাবধানের ধারণা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ভিত্তিগত পার্থক্য বিবৃত করতে পারবেন;
- তত্ত্বাবধানের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন;
- আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের কয়েকটি কৌশল বিবৃত করতে পারবেন।

তত্ত্বাবধানের ধারণা

বর্তমানে যে কোন কর্মকাণ্ডে তত্ত্বাবধান একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। তত্ত্বাবধান শব্দের উৎপত্তি, ধারণা ও পরিধি সম্পর্কে কিছু কিছু নবতর দিক সংযোজিত হয়ে এর পরিসরের বলয় সম্প্রসারিত হচ্ছে। নিম্নে তত্ত্বাবধানের ব্যুৎপত্তি ও ধারণা সম্বন্ধে কয়েকজন শিক্ষাবিদের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল:

তত্ত্বাবধান কি?

তত্ত্বাবধান ধারণার ইংরেজি প্রতিশব্দ Supervision। এই ইংরেজি Supervision একটি যৌগিক শব্দ যার মধ্যে রয়েছে Super এবং Vision। Super বলতে যা বুঝানো হয়ে থাকে তা হল- Above, Over, Beyond এবং Vision বলতে To See বা দেখা বুঝায়। মোদ্দা কথায় Supervision হল- কোন কিছু সামগ্রিকভাবে দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা, সময়ে কাজের নির্দেশ/পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু তত্ত্বাবধান কেবল পত্রে নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তা পর্যবেক্ষণ করাকেও বুঝায়। যে কারণে তত্ত্বাবধান একটি প্রক্রিয়াও বটে। তত্ত্বাবধান কাজ সম্পন্ন করতে হলে কোন কোন সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কার্য সম্পন্ন করা, মত বিনিময় করা, যুক্তিতর্ক করা, বিশ্লেষণ করা বুঝায়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান বহুমুখি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া।

শিক্ষাবিদগণের মতে তত্ত্বাবধানের ধারণা

সমকালে তত্ত্বাবধানের ধারণাগত দিকে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। নিচে হালের কয়েকজন শিক্ষাবিদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করা হল:

কিমবেল ওয়াইলস

এই শিক্ষাবিদের মতে তত্ত্বাবধান হল সকল স্তরের শিখন শিক্ষণের (Teaching- Learning) মান উন্নীতকরণের জন্য সাহায্য বা সহযোগিতা প্রদান।

Supervision is assistance in the development of a better teaching-learning situation.

হ্যারিস

এর মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিক্ষণ কাজের মান বৃদ্ধি করা এবং উক্ত মান সংরক্ষণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা। শিক্ষা কর্মকাণ্ডের একটি বৃহৎ কাজ হল তত্ত্বাবধান।

জন লেভেল

শিক্ষার্থীর আচরণ ব্যবস্থাপনার নামই হল তত্ত্বাবধান অর্থাৎ শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধন ব্যবস্থা বা System হল তত্ত্বাবধান।

আলফান্সো ও সমকালের অন্যান্য শিক্ষাবিদগণের

মতে যে শিখন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা, প্রশাসন ও শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যাদি হল তত্ত্বাবধান।

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তত্ত্বাবধান হল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে যে সব যোগান প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো যথাযথভাবে সঠিক সময়ে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

তত্ত্বাবধান

তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের পার্থক্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিক্ষণ (Teaching- Learning) কার্যের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। তত্ত্বাবধান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী এবং শ্রেণিকক্ষের কাজে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান থেকে শুরু করে কর্মচারীবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই তত্ত্বাবধানের সাথে জড়িত থাকেন। এদেরকে বহিঃ এবং আভ্যন্তরীণ এই দুই শ্রেণির কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান তিনটি পদ্ধতিতে এবং বহিঃতত্ত্বাবধান দুটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া একাডেমিক তত্ত্বাবধানের জন্যও কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিদর্শন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে শ্রেণি শিক্ষাদান পদ্ধতির মানোন্নয়ন, অফিসের সকল প্রকার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠান তথা দেশের কল্যাণে সেবাদান নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়ার নাম পরিদর্শন।

বর্তমানে পরিদর্শন কেবল দেখাশুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে আলাপ আলোচনা করে দোষত্রুটি সংশোধনের প্রেরণা দান এবং শ্রেণি শিক্ষাদানে শিক্ষকবৃন্দকে সহযোগিতাদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিদর্শন পরিব্যাপ্ত।

যদৃচ্ছা, প্রভুত্বমূলক, গণতান্ত্রিক এবং আদর্শ শিক্ষক– এই চার শ্রেণিতে পরিদর্শনকে বিভক্ত করা হয়।

পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা– এই তিনটি কাজের সমন্বয় করা যায়।

তত্ত্বাবধানের শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নানা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষক সম্পৃক্ত থাকেন। এ সকল কর্মকর্তা, শিক্ষক, ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীর কার্যাদি তত্ত্বাবধানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃতত্ত্বাবধান হিসেবে বিভক্ত করা হয়।

আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান কি?

কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখন-শিক্ষণ কার্যাবলির মান বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের তত্ত্বাবধানকে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব

শিক্ষার গুণগত মান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশ তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও উন্নীতকরণ অত্যাবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের সামগ্রিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থাও বটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার উপাদান রয়েছে, যেমন- শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, অভিভাবক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কাজগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, পাঠ-পরিকল্পনা, শ্রেণি রুটিন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। উল্লেখিত কাজ প্রণীত হয়েছে কি না এবং সেগুলো পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সেজন্য তত্ত্বাবধান অপরিহার্য। সে কারণে তত্ত্বাবধান শিক্ষা ব্যবস্থাপনাও বটে।

তত্ত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা পথিকৃৎগণের বক্তব্য

শিক্ষায় তত্ত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা পথিকৃৎ উইলিয়াম বার্টন ও লিও ব্রয়েকনারের বক্তব্যের সার বক্তব্য হল:

১. শিক্ষার্থীর বর্ধন তথা সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাজে সহায়তা করা হল তত্ত্বাবধানের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

২. দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি ও সরবরাহে তত্ত্বধানের গুরুত্ব রয়েছে।

৩. শিক্ষণ ও শিখন কাজের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে তত্ত্বাবধানের ভূমিকা বহুবিধ। যেমন–

- তত্ত্বাবধানের মান বৃদ্ধি হলে শিখন ও শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- শিখনের জন্য অনুকূল ভৌত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষা কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, শিখন সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহ করে সকল প্রকারের শিখন কার্যের মধ্যে সমন্বয় করে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হয়।
- প্রতিষ্ঠানের সকল স্টাফ, শিক্ষকের সহযোগিতায় তত্ত্বাবধান কাজ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয়। এর ফলে শিখন সমস্যা দূরীকরণ ও উন্নততর শিখন কাজে শিক্ষকদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ সহজ হয়।
- শিক্ষকদের সৃজনশীলতা বিকাশে প্রয়োজনীয় সাহায্য, অনুপ্রেরণা, নির্দেশনায় তত্ত্বাবধানের ভূমিকা অপরিসীম বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মান উন্নীত হয়।

আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি

১. তত্ত্বাবধায়ক কি ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি কি– এর উপর নির্ভর করে তিন কোন পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধান করবেন। বিভিন্ন প্রকারের অবস্থানে তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারেন। যেমন-

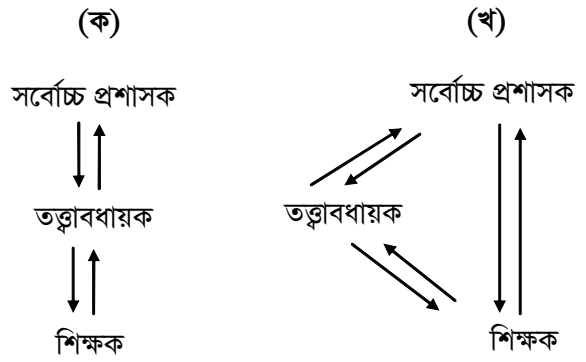

চিত্র- ২

সূত্রঃ Keith Davis, Human Behaviour at Work, 1972.

২. নিম্নে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বাবধানিক নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও কার্যকারিতা দেখানো হয়েছেঃ

নেতৃত্ব	পরিবেশ	কার্যকারিতা
আমলাতান্ত্রিক	আঁকড়িয়ে রাখা/গুটিয়ে রাখা	ফলাফল ও সন্তুষ্টি হতাশাব্যঞ্জক
মানবিক সম্পর্ক	বন্ধুসুলভ, প্রাণবন্ত, সমর্থন	ফলাফল আশাব্যঞ্জক; সন্তুষ্টি ও অভিনবত্ব উঁচুমানের
মানব সম্পদের তৈরি	লক্ষ্যকেন্দ্রিক, সমর্থন	ফলাফল খুবই উঁচুমানের; সন্তুষ্টি ও অভিনবত্বের দিক দিয়ে উঁচুমানের

সূত্রঃ লিটুইন ও স্ট্রিনঞ্জার

তত্ত্বাবধায়কদের কাজের সীমাবদ্ধতা আছে। তবে নেতৃত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে এরা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৩. গ্লিকম্যান তত্ত্বাবধানের যে মডেল দিয়েছেন তাকে Development Supervision বা বিকাশমান তত্ত্বাবধান বলা হয়। তিনি তিন ধরনের তত্ত্বাবধানের কথা বলেছেনঃ

(ক)	(খ)	(গ)
উপস্থাপনা	উপস্থাপনা	উৎসাহ দেওয়া
পরিচালনা	ব্যাখ্যা করা/বুঝিয়ে দেয়া	ব্যাখ্যা করা/বুঝিয়ে দেয়া
প্রদর্শন	শোনা	উপস্থাপনা
আদর্শায়ন	সমস্যা সমাধান	সমস্যা সমধান
নতুন সংযোজন	আলাপ আলোচনা দ্বারা মীমাংসা	

তত্ত্বাবধায়ক তাঁর প্রয়োজন অনুসারে এগুলো থেকে বেছে নিতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সকল স্তরের শিখন-শিক্ষণের মান উন্নীতকরণের জন্য যে সকল কার্য সম্পাদন করা হয়- কে বলেছেন?
   ক. কিমবেল
   খ. হ্যারিস
   গ. লেভেল
   ঘ. নট।

২. পরিদর্শন পদ্ধতি প্রধানত কত প্রকার?
   ক. ৫
   খ. ৪
   গ. ৩
   ঘ. ২।

৩. Developmental Supervision মডেল কে উদ্ভাবন করেন?
   ক. কিথডেভিস
   খ. লিটুইন
   গ. গ্লিকম্যান
   ঘ. নট।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধানের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তত্ত্বাবধানের যে সব সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা উল্লেখ করুন।
৩. তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
৪. আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান বলতে কি বুঝেন? আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৫. শিক্ষা তত্ত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা পথিকৃৎগণ কি বলেছেন?
৬. আভ্যন্তরীন তত্ত্বাবধানের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে অধিকতর ব্যবহারযোগ্য এবং কেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। গ।

পাঠ ৪.২ বহিঃতত্ত্বাবধানের স্বরূপ ও পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বহিঃতত্ত্বাবধানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বহিঃতত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা অপরকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন;
- বহিঃতত্ত্বাবধানের পদ্ধতি বিবৃত করতে পারবেন;
- প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ করতে পারবেন।

বহিঃতত্ত্বাবধানের স্বরূপ

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক উন্নয়ন, পরিচালনার মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দেখাশুনা করার কাজকে বহিঃতত্ত্বাবধান বলে।

দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সরাসরি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, স্বীকৃতি ও তার নবায়ন, পরিচালনা, আর্থিক অনুদান, পরিদর্শন, নিরীক্ষা, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদির সার্বিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। তবে নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন, পরিদর্শন, আর্থিক অনুদান, স্বীকৃতি- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক অনুদান, পৌনপুণিক অর্থ প্রদানের হিসাব নিকাশ নিরীক্ষার দায়িত্ব অডিট ও ইন্সপেকশন দপ্তরের। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, নবায়ন, পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন ইত্যাদি দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের। পরীক্ষা গ্রহণ, সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব দেশের ছয়টি শিক্ষা বোর্ডের এবং উচ্চ শিক্ষা একাডেমিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং এগুলো বহিঃতত্ত্বাবধানের আওতাভুক্ত রয়েছে।

বহিঃতত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এ সব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আর্থিক অনুদান ও উন্নয়নমূলক সাহায্য সহায়তা সব কিছুই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদান করে থাকে এবং এগুলো যথাসময়ে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ও বাধাবিপত্তি উত্তরণে প্রশাসনিক সহায়তা দানের জন্য বহিঃতত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে, নীতি নির্ধারণ করে, পরিকল্পনা করে কার্যসূচি গ্রহণ করে, শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যসূচি বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। এসব বহিঃমুখী কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও মান সংরক্ষণ করা। উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বে গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

বহিঃতত্ত্বাবধান পদ্ধতি

(ক) বহিঃতত্ত্বাবধান বিভিন্ন দেশের শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতির বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে কার্যাদি পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী, বেসরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। নিচে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হল:

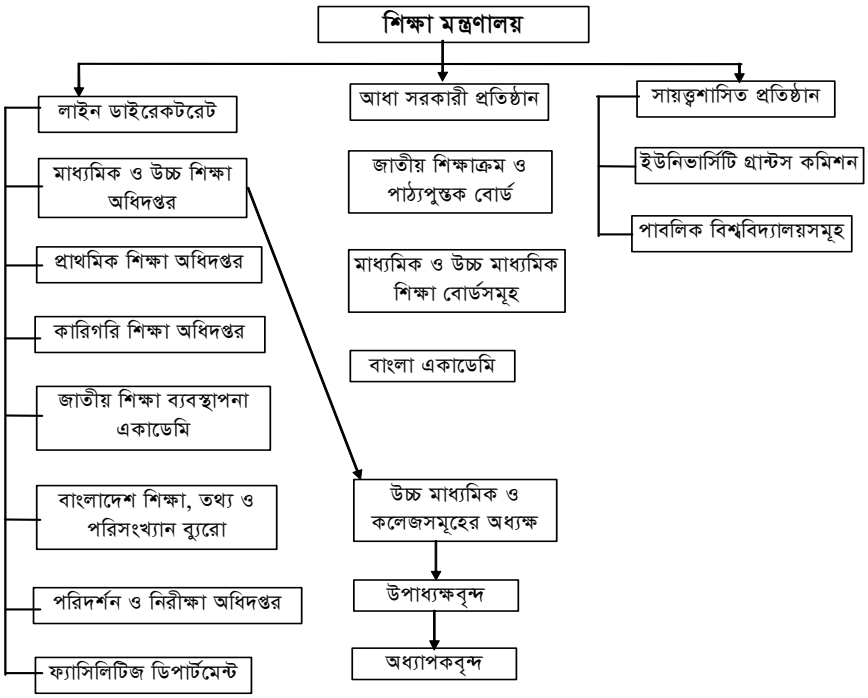

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তাকে সরাসরি সম্পর্ক বলা হয়। অধ্যক্ষের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি শিক্ষকদের সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে। এইসব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি ও কার্যক্রম অধ্যক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(খ) আধা সরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান

আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যসূচি রচনা, শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রেও অধ্যক্ষের দায়িত্বে পার্থক্য দেখা যায়। সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগ করে কলেজে পাঠানো হয়। আবার বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বোর্ড কলেজের উপর অর্পণ করে। এসবের মূল কথা হল একটি কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সব বহুমুখী কার্য সম্পাদন হয় তা লাইন ও স্টাফ সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত।

(গ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান

স্বায়ত্তশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান সরাসরি মন্ত্রণালয় করে থাকে তবে একাডেমিক তত্ত্বাবধান ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ ছাড়া পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে কখনও কখনও নানা ধরনের তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনা করে থাকে।

প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের পার্থক্য

প্রশাসনের কাজ হল নির্বাহী কার্য সম্পাদন করা, আদেশ নির্দেশ দেওয়া; অপরদিকে তত্ত্বাবধানের কাজ হলো পরামর্শদান ও উৎসাহ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, নেতৃত্ব দেওয়া, পরিচালনা করা এবং সহায়তা করা। উভয় ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা হয়, সমস্যা চিহ্নিত ও পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়ন করে। অপরদিকে তত্ত্বাবধানের কাজ হল শিখনের মান উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করা।

প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান উভয় প্রকার কাজে পার্থক্য আছে। কলেজে অধ্যক্ষ এই দুটো কাজ সম্পাদন করেন। আবার তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করেন। অপরদিকে উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষকগণও কিছু কিছু তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করেন। শিক্ষা বোর্ডসমূহ কখনও কখনও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে। সেগুলোও কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান। প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান এই দুইটিই শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ

পুলিশি প্রক্রিয়ায় পূর্বে শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান কার্যাদি পরিচালিত হত। বর্তমানে শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানসহ সামগ্রিক কার্যাদিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংযোজিত হওয়ার ফলে স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে বহুমুখি ও দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। তবে শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা একটি মূল্যবান কাজ। এ কাজ সম্পাদনের সহায়তার জন্যই লাইন ও স্টাফ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষগণ যে সব দায়িত্ব সম্পাদন করেন তার সাথে কিছু কর্তৃত্ব এসে যায়। তবে আধুনিককালে এই কর্তৃত্বের সাথে কিছু গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়। এতে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ফলপ্রসূ হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষকসহ লাইন ও স্টাফ সম্পর্কে যারা জড়িত তাঁদের স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পাদনে ও নেতৃত্ব প্রদানে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে। কর্তৃপক্ষ যেই হোক না কেন শিখন কার্যে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তার দক্ষতা কাজে লাগাবার সুযোগ দিতে হবে। সকল প্রকারের বহিঃ প্রশাসন, আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং শিখন সংশি- ষ্ট পেশাগত ব্যক্তিবর্গকে শিখনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও কার্য সম্পাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রশাসনে ও তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বহিঃতত্ত্বাবধান বলতে কি বুঝেন? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।
৩. আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান প্রণালী বিবৃত করুন।
৪. প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
৫. শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের উপকারিতা আলোচনা করুন।

পাঠ ৪.৩

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ধারণা ও কলাকৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- একাডেমিক তত্ত্বাবধান বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করতে পারবেন;
- একাডেমিক তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন মডেলের কাঠামো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- একাডেমিক তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

একাডেমিক তত্ত্বাবধান কি?

কোন দেশে বা তার কোন অঞ্চলের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তবে পূর্বে শিক্ষা তত্ত্বাবধান কাজ শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে তা পরিব্যপ্ত হয়ে শিক্ষার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে আওতাভুক্ত করেছে। নিচে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ধারণার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল:

"শ্রেণি শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যে শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান পরিচালনা বা অনুসরণ করা হয় তাকে একাডেমিক সুপারভিশন বলা হয়।" এরূপ একাডেমিক সুপারভিশন কার্যাদি মূলত তিন জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন-

১. তত্ত্বাবধায়ক
২. শিক্ষক এবং
৩. শিক্ষার্থী।

তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারিত উদ্দেশ্যে তার তত্ত্বাবধান কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে তত্ত্বাবধান শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়োজিত। সে কারণে শিক্ষকের কাজে সহায়তা করা এবং শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হচ্ছে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা জানা দরকার। এ ছাড়া বর্তমানে শিক্ষাদানের সমস্ত কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য। নিম্নে শিক্ষা তত্ত্বাবধান সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষাবিদের অভিমত দেওয়া হল:

একাডেমিক সুপারভিশন সম্পর্কে নাট বলেন

"That the supervisor exists for the sake of the teachers who work under his direction and for the sake of the pupils who work under the direction of the teachers may be stated as the first principle of supervision".

আয়ার এর সংজ্ঞা

নাটের প্রদত্ত এই সূত্রকে আয়ার এবং বার কিছুটা পরিবর্তন করে বলেছেন "Supervision is a specialized function devoted to the inspection, direction and improvement of the educational activities of the individuals working at one administrative level, administered by superior officers at higher levels".

আধুনিক সংজ্ঞা

অবশ্য বর্তমানে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ধারণায় নতুনত্ব দেখা যায়। আচরণীয় বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা ও ধারণায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, যেমন-

"Behaviour officially designated by the organization that directly affects teachers behaviour in such a way as to facilitate pupils' learning and achieve the goals of the organization".

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা শিক্ষণ কাজে তত্ত্বাবধনীয় আচরণের উৎস, পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান কার্য হল প্রধানত তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষণ অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উন্নীত করা।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা

একাডেমিক তত্ত্বাবধান কার্যক্রম পরিচালনার নানাবিধ লক্ষ্য থাকতে পারে। বর্তমান পাঠে শ্রেণি শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে নিচে সংক্ষেপে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হল:

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের যে আয়োজন করেন তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করাই একাডেমিক তত্ত্বাবধানের মূল লক্ষ্য।

আমরা শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক ধারায় শিক্ষাদান করছি। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। সুবিন্যস্ত উপায়ে শিক্ষাদান করলেও শিক্ষকের পক্ষে সামগ্রিকভাবে সবকিছু দেখা বা পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন ধারণা ও বিষয়বস্তু সংযোজন হচ্ছে, নতুন ধরনের শিক্ষণ সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। এই সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। শ্রেণি শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কৌশল, প্রয়োগ ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে বৈচিত্রতা এসেছে। সমকালীন অনেক ঘটনা শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের মন স্বভাবতঃই শ্রেণীকক্ষের বাইরের পরিবেশের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে। তবে তত্ত্বাবধান সরাসরি শিক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষার্থীর উপর নয়।

একাডেমিক সুপারভিশনের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দের আগ্রহ, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায় ও তার উত্তরণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ এবং প্রশাসনিক ও শিক্ষণ সামগ্রীর অভাব মোচনের উদ্যোগ ইত্যাদি সবকিছু জেনে নিয়ে নতুন উদ্যোগে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা এবং পাঠে তা কাজে লাগানো একান্ত প্রয়োজন।

একাডেমিক সুপারভিশন মডেল

শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যাদির লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাডেমিক সুপারভিশনের সরাসরি প্রভাব অত্যন্ত বেশি। একাডেমিক সুপারভিশন সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য সুফলও পাওয়া গেছে। নিচে একাডেমিক সুপারভিশনের দুইটি মডেল উল্লেখ করা হল:

তত্ত্বাবধানিক আচরণ মডেল

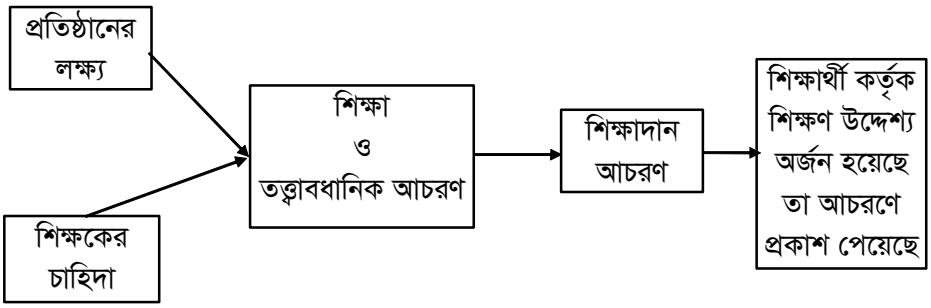

এই তত্ত্বাবধানিক আচরণ মডেলটিকে আবার কিছু পরিবর্তন করে রৈখিক বা দিগন্ত রূপেও প্রকাশ করা যায়। যেমন-

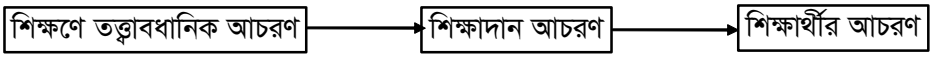

সমন্বিত তত্ত্বাবধান মডেল

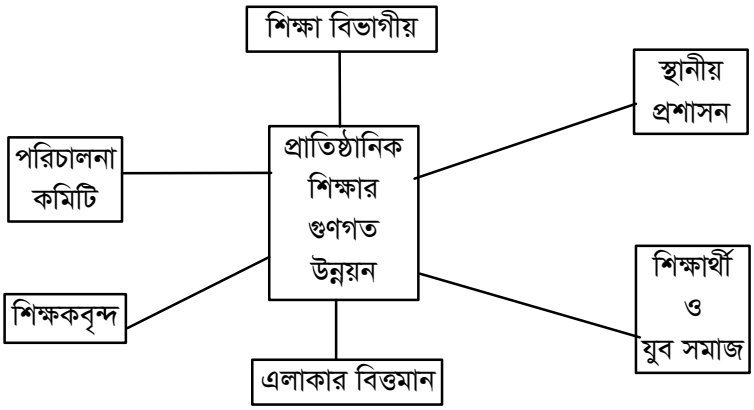

সমন্বিত তত্ত্বাবধান মডেলে শিক্ষা তত্ত্বাবধান কার্যক্রমে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়, তবে এই মডেলে সকলের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য কয়েকজনকে সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়।

একাডেমিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি ও কৌশল

একাডেমিক তত্ত্বাবধান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নানা পদ্ধতি ও কৌশল পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে একাডেমিক তত্ত্বাবধান পরিচালনার চারটি পদ্ধতি এবং প্রতিটি পদ্ধতি পরিচালনার সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দেওয়া হল।

১. সহকর্মীদের পারস্পরিক তত্ত্বাবধান

সহকর্মীদের পারস্পরিক তত্ত্বাবধান নিম্নোক্ত কৌশলে পরিচালিত হতে পারে:

(১) উর্ধ্বতন সহকর্মী কর্তৃক জুনিয়র সহকর্মীর কার্যাদি তত্ত্বাবধান করা।

(২) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন সহকর্মীর কাজ তদারক করা।

(৩) কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মচারীদের কাজ তদারক করা।

২. ক্লিনিক্যাল তত্ত্বাবধান

ক্লিনিক্যাল তত্ত্বাবধান নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে:

ডাক্তার/চিকিৎসকগণ যেমন রোগীর কেইজ হিস্টরী নিয়ে কার্য-কারণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন তেমনি তত্ত্বাবধায়কগণ তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য ভিত্তিক আলাপ আলোচনা করে কারণ নিরূপণ পূর্বক সমস্যা উত্তরণের ব্যবস্থা/পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

৩. তত্ত্বাবধানিক স্টাফ ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্মসূচি

তত্ত্বাবধানিক স্টাফ ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্মসূচি নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়ে থাকে:

তত্ত্বাবধানিক স্টাফ ডেভেলপ্‌মেন্ট পদ্ধতি একটি অভিনব, নিরাময়মূলক, স্বল্প সময় ও কম খরচে পরিচালিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গমন করে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে উদ্দিষ্ট বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে থাকেন। অতঃপর সভার আয়োজন করে প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপায়গুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনপূর্বক কোনটি/কোনগুলো অধিকতর কার্যকর সে সম্পর্কে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্ভব হলে সিম্যুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকেন।

৪. শিক্ষা সামগ্রী/ উপকরণ সরবরাহ

প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী/উপকরণ সরবরাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাডেমিক তত্ত্বাবধান করার প্রধান ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. শ্রেণি শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে।

২. সাধারণত এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় যখন কোন দেশ/অঞ্চলে নবতর/পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়।

৩. নতুন/পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নবতর সংযোজিত বিষয়গুলোর জন্য কিছু নতুন উপকরণ ও যন্ত্রপাতির দরকার হয়।

৪. নতুন শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রবর্তনের পূর্বে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকবৃন্দকে এতদবিষয়ে এবং উপকরণ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিচিতি করানো হয়।

৫. উপকরণ সরবরাহের পর এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬. প্রতিটি বিদ্যালয়কে নির্ধারিত ফরমে ঊর্ধ্বতন অফিসকে অবহিত করতে হয়। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও সচেতনতার মূল্যায়ন করা হয়।

একাডেমিক তত্তাবধানের মূল্যায়ন

উপরোক্ত সকল পদ্ধতির কার্যকারিতা, শ্রেণি শিখন-শিক্ষণে শিক্ষকের শিক্ষাদান মান তত্ত্বাবধায়কগণ মূল্যায়ন করেন। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তত্ত্বাবধায়কবৃন্দের তত্ত্বাবধান কাজের পারদর্শিতাও মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বর্তমানে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু কে?
   ক. শিক্ষার্থী
   খ. শ্রেণিশিক্ষক
   গ. প্রধান শিক্ষক
   ঘ. তত্ত্বাবধায়ক।

২. তত্ত্বাবধান কার্যাদি পূর্বে কয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত?
   ক. তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক ও উপ-পরিচালক
   খ. শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রধান শিক্ষক
   গ. শিক্ষার্থী, শ্রেণি শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক
   ঘ. প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক।

৩. তত্ত্বাবধান মডেলের প্রাথমিক অবস্থার ধাপ কয়টি?
   ক. ৩টি
   খ. ৪টি
   গ. ৫টি
   ঘ. ৬টি।

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. একাডেমিক তত্ত্বাবধান কাকে বলে?
২. একাডেমিক তত্ত্বাবধানের আধুনিক সংজ্ঞা দিন।
৩. একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা কি কি?
৪. একাডেমিক সুপারভিশনের সমন্বিত মডেল ব্যাখ্যা করুন।
৫. একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রধান প্রধান পদ্ধতি/কৌশল কি?
৬. তত্ত্বাবধানিক স্টাফ ডেভেলপ্‌মেন্ট পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
৭. আপনার মতে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের কোন পদ্ধতিটি বাংলাদেশের শিক্ষা তত্ত্বাবধানে অধিকতর কার্যকর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। গ, ৩। ক।